তারিখ 11 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

বাহালুল মজনুন চুন্নু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারকেও নিতে হবে

সামরিক কৌশলে 'কন্টিনজেন্সি প্ল্যান' বলে একটি কথা রয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয়ের পরও প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনের পরিকল্পনা। যুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকেই তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই কন্টিনজেন্সি প্ল্যানই পরিচালনা করে আসছে। কথা দিয়েও নিজ দেশের ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচার করেনি তারা। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত ৫৬৮৫.৯৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণও তারা দেয়নি। বাংলাদেশে যেসব অবাঙালি পাকিস্তানি নাগরিক আছে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের স্বল্পসংখ্যককে ফেরত নিয়ে আর বাদবাকিদের নেয়নি। সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হল, গণহত্যার জন্য তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা তো চায়ইনি বরং একাত্তরের পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে পারেনি বলে অনিন্দ্যসুন্দর এ দেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর মাধ্যমে আবারও তারা সেই একাত্তরের নৃশংসতা সৃষ্টি করতে চায়। মোশতাক-জিয়া-খালেদা-গোলাম আযমকে ব্যবহার করে তারা বেশ ভালোভাবেই সেই কাজ সম্পন্ন করেছে। এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে তারা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়েছে। গড়ে তুলেছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক। সম্প্রতি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এক সমাবেশে বলেছেন, যদি তাদের সভা-সমাবেশ করতে দেয়া হয়, তাহলে দেশে জঙ্গি থাকবে না। তার এ কথাটির মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় তারা জঙ্গিদের লালন-পালন করছে এবং সেটি তাদের পেয়ারে পাকিস্তানের সহায়তায়। এরা পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই পঁচিশ শতাংশ, যারা ছয় দফার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি, চেয়েছে ইসলামের ধুয়া তুলে পাকিস্তানের পতাকাতলে থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও দেশপ্রেমিকের মুখোশ পরে তারাই পাকিস্তানের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আর পাকিস্তানিরা চরিতার্থ করছে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ।

বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির সোপানে। পাকিস্তানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যেখানে মাত্র ৪.২ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ। শুধু তাই-ই নয়, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তানের নিবন্ধে লিখেছেন, পাকিস্তানি জনগণ যাতে তাদের রক্তাক্ত ও অবমাননাকর অতীত ভুলে যায়, সেজন্য একাত্তর-পরবর্তী ছেচল্লিশটি বছর এর পেছনে ব্যয় করেছে পাকিস্তানি সরকার। পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকের কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত নেই, পূর্ব পাকিস্তানের পরিবারগুলো কীভাবে হত্যা ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বরং সেখানে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের সশস্ত্র জঙ্গিরা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারগুলোর ওপর ব্যাপক মাত্রায় গণহত্যা চালায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহবুবুর রহমান লিটু নিউজিল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। তিনি সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পঁচিশে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ইমেইলে তাকে সেখানে অবস্থানকারী পাকিস্তানিরা নানারকমের হুমকি দিয়েছিল। এ রকম আরও অনেকের কাছেই ইমেইলে পাকিস্তানিরা হুমকি দিয়ে এ দিবস পালন না করার জন্য চাপ দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালি মাথা নোয়ানোর নয়। শুধু গণহত্যা দিবস সফলভাবে পালনই নয়, বাঙালি এ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেয়ার। এজন্য সরকারের উচিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়া। বাঙালিদের কাছে পাকিস্তান একটি ঘৃণিত শব্দ। পাকিস্তান কখনই বাংলাদেশের বন্ধু হবে না, হতে পারেও না। ইসরাইলের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই, তবু আমাদের চলছে এবং বেশ ভালোভাবেই চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও চলবে। হয়তো ভূ-রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সাময়িক কিছু ক্ষতি হবে, তবে এতে তাদের কন্টিনজেন্সি প্ল্যান ও ষড়যন্ত্রের জাল যেমন ছিন্ন করা যাবে, তেমনিভাবে এ দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়ানো পাকিস্তানি প্রেতাত্মা তথা বিএনপি-জামায়াতের দৌরাত্ম্যও কমে যাবে; সেই সঙ্গে কমে যাবে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা।

বাহালুল মজনুন চুন্নু : *সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ*